ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৪৮২
আগরতলা, ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

বিধানসভা সংবাদ

রাজ্যের বিভিন্ন সড়কের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে সরকার সচেষ্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের বিভিন্ন সড়কের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করতে সরকার সচেষ্ট। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে 'আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের প্রস্তাবিত ফোর লেন-এর কাজ শুরু/আরম্ভ করা সম্পর্কে' এক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মূল নোটিশটি উত্থাপন করেছিলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তাটি এন এইচ-০৮ এর একটি অংশ। এই সড়কটিকে প্রস্তাবিত ফোর লেনে উন্নতিকরণের কাজের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রকের অধীনস্ত সংস্থা এন এইচ আই ডি সি এল-এর উপর রয়েছে। প্রস্তাবিত সড়কটি ভারতমালা প্রকল্পের অন্তর্গত। চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটিকে ফোর লেনে উন্নতিকরণের প্রয়োজনে অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান এবং ডি পি আর তৈরি করার জন্য এন এইচ আই ডি সি এল দ্বারা বহির্রাজ্যের মেসার্স ফিডব্যাক ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নামক সংস্থাকে কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এই কনসালটেন্ট সংস্থা সড়কটির ফাইন্যাল ফিসিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করে অনুমোদনের জন্য ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এন এইচ আই ডি সি এল হেডকোয়াটার নতুন দিল্লীর অফিসে জমা দিয়েছে। এই ফাইন্যাল ফিসিবিলিটি রিপোর্টটি পর্যালোচনা করার জন্য এন এইচ আই ডি সি এল অফিসে গত ২০১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রজেক্ট এপ্রাইসাল টেকনিক্যাল স্কুটিনি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভার সিদ্ধান্তক্রমে ফাইন্যাল ফিসিবিলিটি রিপোর্টটিকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার জন্য কনসালটেন্ট সংস্থাকে বলা হয়েছে। কনসালটেন্ট সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃপক্ষ সড়কটির অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যানটি অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের নিকট জমা দেবে। পরে রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃক সড়কটির ডি পি আর তৈরি করা হবে এবং আগামী ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ডি পি আর তৈরির কাজ শেষ হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। অ্যালাইনমেন্ট প্ল্যান চুড়ান্তকরণ, ডি পি আর তৈরি, প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ, বনভূমি হস্তান্তর ইত্যাদির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে চুড়াইবাড়ি থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটিকে ফোর লেনের উন্নতিকরণের জন্য এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃক দরপত্র আহ্বান করা হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট নোটিশের বিষয়ে আলোচনা করেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন।

******